ও! কোলকাতা

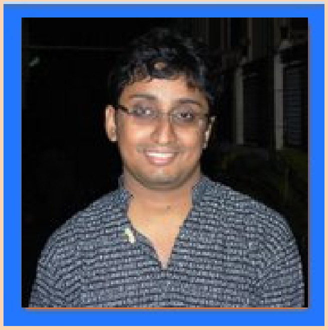

লেখকঃ কৌস্তুভ গোস্বামী
যোগাযোগঃ kaustav.goswami@gmail.com
পরিচিতিঃ ইংরাজী সাহিত্যে M.A. কৌস্তুভের প্রধান উদ্দীপনার বিষয় হলো সঙ্গীত। কৌস্তুভ একজন উদীয়মান ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও সঙ্গীত সমালোচক।

সেই সকাল থেকেই পাড়ায় রোব্বারের বাজারের হট্টগোল
সরু গলির বাঁকটাতে এক রিক্সোয়ালা ও ট্যাক্সিচালকের মধ্যে বেঁধে গেল গণ্ডগোল
ক্ষণিকের কাদা ছোঁড়াছুড়ি, তির্যক মন্তব্য, যথারীতি মধ্যবিত্তের মধ্যস্থতা
স্মিত হেসে থলে হাতে অধ্যাপক সেন বলেন, *এই না হলে কোলকাতা ?*
সত্যিই, তিলোত্তমা, তোমার জীবন যেন এক রঙ্গীন ক্যানভাস
সাদা, কালো, ধূসর, লাল, এত রঙে সেজে আছে তোমার আকাশ !
আছে ময়দানের দিগন্ত বিস্তৃত বিপুলতা, ও ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় আভিজাত্য,
পার্ক স্ট্রীটের নৈশ লাম্পট্য ও নন্দনের রুচিশীলদের পান্ডিত্য।
আছেন আরেকজন, গঙ্গার ওপারে, সন্ন্যাসী উন্নতশির,
নদীবক্ষে হাওয়া লাগিয়ে তরী ঠেকবে রাসমণির মন্দির।
গড়িয়াহাটের ফুটপাথে আছে বর্ণাঢ্য আসবাবের মেলা,
ঢুকে যেতেই পারো ইডেনে, যদি থাকে আই.পি.এল-এর খেলা।
আঁতলামীর আঁতুড় ঘর, অ্যাকাডেমী আর রবীন্দ্রসদন
শুধু সূয্যি ডোবার পালা, ঝোপে, লেকে দেখি সব নিষিদ্ধ, গোপন !
তবে কল্লোলিনী, তুমি কিন্তু এখন প্রযুক্তিপ্রবাহের গতিতে অনেক আধুনিকা
শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্সের জয়যাত্রা অক্ষয় হোক, বেঁচে থাক বারিস্তা।
প্রেমিক প্রেমিকারাও অনেক স্মার্ট, তাই কলেজ কেটে এখন নতুন গন্তব্য,
কখনো সিটি সেন্টার, ক্যাফে কফি ডে, কিন্তু ঠোঙাভরা বাদামভাজা? অ্যাবসোল্যুটলি নো, নো !!
শিশুরা তো আর ছোট নেই, কথা বলে বাংলিশে, র‍্যাম্পে হাঁটে,
ফেলুদা, টিনটিন, হাঁদাভোঁদা, এরা কারা? ওরা পড়ে হ্যারী পটার, মগ্ন সাইবার চ্যাটে।
এত চড়া আলোয়, তোমার চোখ ঝলসে যায় না গো, কোলকাতা ?
তবে একজন আছেন, যিনি ছাপিয়ে যান, সব অরাজকতা,
সেই জোব্বা পরা ভদ্রলোক, তিনি তো আছেন ! কিসের ভাবনা ?
ফি বছর, বোশেখে আর শ্রাবণে দু’বার ঢুঁ মারলেই, ঘুচে যায় সব গ্লানি, যন্ত্রণা।
হ্যাঁ, তোমার জন্যেই বেঁচে আছি – ভালোই থাকি, বা মন্দ
তাই জোর গলায় বলতে পারি, আমার এই *পথ চলাতেই* আনন্দ।

সমব্যথী

আজ আকাশের কি হয়েছে,
কে জানে?
কার জন্যে এত বিরহ
মগ্ন সে আজ কার ধেয়ানে?
সেই সকাল থেকে দেখছি, অঝোরে কাঁদছে।
অ্যাই আকাশ, বলবে না আমায়? তোমার কি হয়েছে?
অতীতের কোন বেদনাদীর্ণ স্মৃতি, বা স্বজন হারানোর বেদনা
করেছে কি তোমায় এত উতলা, এত আনমনা!
আচ্ছা আকাশ, তুমি কি খুব একা?
কিন্তু তোমার তো কত বন্ধু – রবি, বিধু, বিহঙ্গ
আর অজস্র তারকা।
ওরা সকলেই তো তোমায় ভালবাসে,
প্রহর জুড়ে রাখে ভরিয়ে আলোয়, উল্লাসে।
তবে কেন এত বিষণ্ণতা? লক্ষ্মীটি আমার, কেঁদো না
এমন ছাই রঙা শাড়ী, কপালে টিপ নেই!
তোমায় কিন্তু একদম মানাচ্ছে না।
শোনো, তুমি আমার বন্ধু হবে? ভাগ করে নেব ব্যথা,
সুরে সুরে জাল বুনে, কাটিয়ে দেব কালকের দিনটা।
আমায় আজ কথা দাও, কাল আর কাঁদবে না।
নীলাম্বরী শাড়ী পড়ে হাসবে, খেলবে, গাইবে
আর মাঝে মাঝে মৃদু হেসে, আমার মুখে চাইবে।